ধারাবাহিক

মুন্নারে মসলিন রহস্য

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বকথা ঃ পঞ্চাশ পেরিয়েও রীতিমতো হ্যান্ডসাম আছেন মোমো রায়, মানে মদনমোহন রায়। নানা ধরনের ম্যাজিক দেখিয়ে পর্যটকদের কাছে তিনি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। তিনি থট রিডিং বা মাইন্ড গেম জানেন বলেও শোনা যাচ্ছে। মোমো রায় মনের কথা পড়তে পারেন জেনে কিশোরী লুনা তার মা গার্গীর কাছে জানতে চায় 'মাইন্ড গেম' ব্যাপারটা কী? তারপর থেকেই গার্গী সুযোগ খুঁজছে খোদ মোমো রায়কেই এ বিষয়ে প্রশ্ন করার। চিল্ড্রেন পার্কের সামনে তাঁকে একা পেতেই প্রশ্নটা করল। আর গার্গীকে অবাক করে মোমো রায় ওর মন পড়ে বেশ কিছু কথা বলেও দিলেন।

(২০)

আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথে গাড়িতে চড়ার একটা অন্য মজা আছে তা বেশ উপভোগ করছিল সোনালিচাঁপা। পাশে বসে রূপবান একমনে দেখে চলেছে দৃশ্যের পর দৃশ্য, কখনও হাতের ছোট নোট বইতে টুকে রাখছিল দৃশ্যটির বর্ণনা, কখনও দু'তিনটে আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলছিল পটভূমির আবছা কয়েকটি রেখা।

ঠিক এমন সব মুহূর্তে গাড়িটা যেই না বাঁক নিচ্ছে ডাইনে বা বাঁয়ে, অমনি কখনও সোনালিচাঁপা ঝুঁকে পড়ছে রূপবানের গায়ে, কখনও রূপবান ঝুঁকে পড়ছে সোনালিচাঁপার গায়ে। অমনি দু'জনে হেসে উঠছে একযোগে।

কিন্তু হাসির চেয়েও যা মজাদার ঘটছে তা হল রূপবানের নোটবুকে আঁকা হয়ে যাচ্ছে এমন সব রেখা যা তার ভাবনায় ছিল না। তাতে রূপবানের বিন্দুমাত্র ধৈর্যচ্যুতি নেই। বরং হেসে বলছে, দ্যাখো, এই রেখাটা বেঁকে যাওয়ায় ছবিটা আরও খুলছে।

তাদের এই কথোপকথনের মধ্যে হঠাৎ বাসের সিটে উঠে দাঁড়ালেন হিরণ গোস্বামী, আজও তাঁর পরনে মেরুন রংয়ের দামি স্যুট, তার সঙ্গে সমুদ্র রংয়ের টাই। এ রকম ঘন রংয়ের পোশাক পরাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর হাতে একটা মস্ত প্যাকেট, সেটি দেখিয়ে বললেন, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, আজ একটা বিশেষ দিন। দিনটাকে আমরা সেলিব্রেট করব বলে সবাই মিলে লাড্ডু খাব।

বলে নিজেই প্যাকেট খুলে দেখালেন বড় বড় লাড্ডুতে ভর্তি। তারই একটা প্রথমে লতিকা গোস্বামীকে দিয়ে উদ্বোধন। তারপর একে একে বিশাখা ভরদ্বাজ, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস তলাপাত্র, রিপন সেন। সুরজিতের কাছে লাড্ডু এগিয়ে দিতেই সে বলল, আপনি তো বললেন না উপলক্ষ কী?

–সেটা না হয় পরে জানালেন।

–উঁহু, অকেশন না জেনে কি লাড্ডু খাওয়া যায়? সুরজিৎ হাত বাড়াচ্ছে না।

–আমাদের মধ্যে কোনও একজনের জন্মদিন।

–জন্মদিন! বাহ্। জানতাম না তো! কার জন্মদিন? তা বলছেন না কেন?

মি. তলাপাত্র হঠাৎ বললেন, নিশ্চয় ওঁরই জন্মদিন। অথবা ওঁর মিসেসের। তাই ঘটা করে লাড্ডু খাওয়াচ্ছেন।

–তা হলে লাড্ডু খাওয়া যেতেই পারে, বলে সুরজিৎ একটা লাড্ডু তুলে নিয়ে কামড় বসাল।

তার দেখাদেখি সুছন্দাও।

লুনার দিকে লাড্ডু বাড়িয়ে দিতে সে প্রবল মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আঙ্কেল, আমি লাড্ডু খাই না।

রূপবান অনিচ্ছা–অনিচ্ছা ভাব দেখিয়েও শেষ মুহূর্তে তুলে নিল লাড্ডু। সোনালিচাঁপা লুনার চেয়েও জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে অনিচ্ছা জানিয়ে বলল, স্যরি, আমার আবার লাড্ডুটা একেবারেই সহ্য হয় না।

–ওহ্, স্যরি, বলে হিরণ গোস্বামী তাঁর লাড্ডুর প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন এম এম রায়ের দিকে।

এম এম রায় মুখটা একটু শক্ত করে বললেন, সরি, মিস্টার গোস্বামী, এভাবে লাড্ডু বিলোনো ঠিক হচ্ছে না। কেউ জানল না কী উপলক্ষে আপনি সবাইকে খাওয়াচ্ছেন। জন্মদিনটা যদি আপনার বা আপনার মিসেসের হয়, তা হলে আমাদেরও উচিত রিটার্ন গিফট দেওয়া।

হিরণ গোস্বামী থমকে গিয়ে বললেন, না, আমাদের কারও জন্মদিন নয়। আমাদের সঙ্গী হয়ে যারা চলেছেন তাঁদের মধ্যে একজনের।

এম এম রায় আরও কূপিত হয়ে বললেন, তা হলে তাঁর নাম বলছেন না কেন?

–বলব, নিশ্চয়ই বলব। তার আগে এরকম একটা সারপ্রাইজ দিতেই তো আমাদের এই আয়োজন।

–আমাদের? এম এম রায় আরও নির্দিষ্ট করে জানতে চাইলেন, আর কে কে আজকের আয়োজক?

হিরণ গোস্বামী বললেন, ধরুন আমি আর আমার মিসেস। যাঁর জন্মদিন তিনি আমার মিসেসের পরম বন্ধু।

–বন্ধু? কে তিনি? গার্গীও বেশ কৌতূহলী, মিসেস গোস্বামীর দিকে চোখ রেখে জানতে চাইল।

–বা বলা ভালো, বান্ধবী।

–বাহ্, সত্যিই সারপ্রাইজ। কিন্তু এ ক'দিন একসঙ্গে ঘুরছি, একবারও তো বুঝতে পারিনি মিসেস গোস্বামীর কোনও বান্ধবী আছেন এখানে। থাকলেও একবারও কথা বলতে দেখিনি। এ তো ডাবল সারপ্রাইজ।

হিরণ গোস্বামী সামান্য অপ্রতিভ হয়ে বললেন, সত্যিই ডাবল সারপ্রাইজ। সেইজন্যেই তো আজকের দিনটা বেছেছি আমরা।

মিসেস তলাপাত্র হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে মি. তলাপাত্রকে কী যেন বলতে মি. তলাপাত্র ভুরু কুঁচকে বলে উঠলেন, কে আপনার মিসেসের বান্ধবী?

এবার মিসেস গোস্বামী বললেন, আসলে আজ রুমির জন্মদিন।

রুমি! হঠাৎ এই নামটা যেন সবার কাছেই যেন কীরকম অচেনা মনে হল।

মিসেস তলাপাত্রকে বেশ বিব্রত দেখা গেল, কয়েক মুহূর্তে থমকে গিয়ে হঠাৎ বললেন, তা আপনি জানলেন কী করে!

মিসেস গোস্বামী সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে বললেন, ফেসবুক থেকে।

–ফেসবুক! একসঙ্গে দু'তিনটি কণ্ঠে প্রবল বিস্ময়।

মিসেস গোস্বামী সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে বললেন, রুমি তলাপাত্র হয়তো মনে করতে পারছেন না লবঙ্গ গোস্বামীর নাম। আমি প্রথমদিন থেকে বলে আসছি আমার পুরো নাম লবঙ্গলতিকা গোস্বামী। কিন্তু সবাইকার কাছে নিজের পরিচয় দিই লতিকা গোস্বামী নামে। আমার নামের অন্য অর্ধেক লবঙ্গ গোস্বামী নামেই আমি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলেছি। প্রায় ছ'মাস আগে রুমি তলাপাত্রকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে উনি অ্যাকসেপ্ট করেছিলেন।

রুমি তলাপাত্র স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন লবঙ্গ গোস্বামীর দিকে। আর হিরন্ময় তলাপাত্রের অভিব্যক্তিতে তখন আগুন জ্বলছে। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ওঁর রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করেছিলে?

রুমি তখনও মনে করার চেষ্টা করছেন, বললেন, আমাদের একটা ওল্ড এজ পিপল'স সোসাইটি আছে, তার জন্য বহু মানুষের প্রয়োজন হয়। আমার ফ্রেন্ডের সংখ্যা এখন তিন হাজারের উপর। সবার নাম তো মনে থাকে না। নিশ্চয় ওঁর প্রোফাইলে এমন কিছু দেখেছিলাম যার কারণে অ্যাকসেপ্ট করেছিলাম ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট।

লতিকা গোস্বামী হাসার চেষ্টা করে বললেন, আমরা যখন এই ট্রাভেল এজেন্টের কাছে সিট বুক করতে গিয়েছিলাম, ওদের খাতায় আপনার নাম দেখে ঠিক করেছিলাম এবার মুখোমুখি আলাপ করে নেব। আমার প্রিয় বন্ধুদের জন্মতারিখ খাতায় নোট করা থাকে, আমি আপনার প্রোফাইল খুলে দেখেছিলাম এই টুরের মধ্যেই আপনার জন্মদিন। তখন থেকেই ঠিক করেছিলাম আজ আপনাকে সারপ্রাইজ দেব।

ওপাশ থেকে এম এম রায় বলে উঠলেন, মিসেস গোস্বামী, ফেসবুক হচ্ছে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড। একটা রূপকথার দেশ। তার সঙ্গে বাস্তব পৃথিবীকে মেলাতে যাওয়া মোটেই ঠিক নয়।

হিরণ গোস্বামী হঠাৎ বললেন, মি. রায়, কথা হচ্ছে দুই ফেসবুক ফ্রেন্ডের মধ্যে। এর মধ্যে আপনি নাক গলাচ্ছেন কেন! আপনি তো এখানে